আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাতে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেফতারকুতরা হলেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), বন্ডবিল গ্রামের শফি মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ওরফে মামুন (৪২), হারদী ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের কাজী আজগর আলীর ছেলে আবু সালাম, একই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে সেলিম মিয়া, শরিয়ত উল্লার ছেলে সুজন আলী,কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নতুনপাড়ার মৃত কিতাব আলীর ছেলে শের আলী (৪৫), একই গ্রামের ওমেজ আলীর ছেলে মানিক (৩০), উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে ইকারদ্দিন, তিয়রবিলা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মিন্টু বিশ্বাস,কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রিজাউলের ছেলে আশিকুর রহমান, জামজামি গ্রামের মৃত হারান আলীর ছেলে মিলন মন্ডল।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর

ভেঙ্গে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তার পরিস্ফুটন হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনও আছে।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালে নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নাই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলছে।’

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা
উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি সুতরাং সেখানে উকিল

আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরে কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন।এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি

মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’

শ্যামপুর ইউপিতে ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার শীপের কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলা শ্যামপুর ইউনিয়নের ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার শীপের কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে কমিটি গঠন করা হয়।

সদর উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সভাপতি সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মতিউর রহমান মতিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একে কুতুব উদ্দিন, সদর উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় শ্যামপুর ইউনিয়নের ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডারশিপে আলমগীর হোসেন সভাপতি এবং আমেনা খাতুন সাধারণ সম্পাদিকা করে ৭০ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি বৃষ্টি খাতুন,জাহিদ হোসেন, রাশেদ, বুলবুলি খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ, সজীব, বন্যা খাতুন, পপি, সাংগঠনিক সম্পাদক সালমান, শহিদুল ইসলাম ,সামিউল ইসলাম, লালন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুন্না, দপ্তর সম্পাদক সান্তনা খাতুন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক লাইলি খাতুন, ত্রাণ ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক অনিকা খাতুন, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মিতালী খাতুন, শ্রম সম্পাদক নাজমা খাতুন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সুমাইয়া খাতুন, আইন বিষয়ক সম্পাদ ক পান্না খাতুন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক জোসনা খাতুন সহ ৭০ সদস্য

বিশিষ্ট কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

দামুড়হুদায় ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরুষ্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় ফাস্ট মাল্টি মিডিয়া মডেল স্কুলের আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা এবং ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক ইউনুস আলী। দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলীর সভাপতিত্বে পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, লেখা পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলার মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা যায়। এছাড়া খেলাধুলা শিশুদের শারিরীক গঠনের পাশাপাশি মেধার বিকাশ ঘটায়।

ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আরটিভির

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জহির রায়হান সোহাগের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রেসক্লাব সভাপতি এম. নুরুন্নবী, সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক মোমিনুল হক, ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চুয়াডাঙ্গা জোনাল ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম।

ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া শিক্ষক আলী কামাল আশরাফুল হক সাইদুর রহমান সালাউদ্দিন এবি এম রাশেদুজ্জামান নাসিমা খাতুন আব্দুল খালেক আসাদুল হক সাফায়েত হোসেন ওমর ফারুক আনোয়ার হোসেন ও লিটন। আরো উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক রাজু আহমেদ, হুজাইফা হোসেন, এম এম আসাদুজ্জামান, সাব্বির, সাদ্দাম হোসেন, হারুন-অর-রশিদ, ফয়সাল উদ্দিন, স্বপন আলী, শাকিল খান, ইউনুস আলী, শারমিন সুলতানা, সুবর্ণা সুলতানা দিতি, রত্না হোসেন যূথী, শারমিন আহমেদ দিয়া, নাজমা খাতুন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাস্ট মাল্টি মিডিয়া মডেল স্কুলের পরিচালক মাসুম বিল্লাহ। পুরুষ্কার বিতরণ শেষে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জাদু প্রদর্শণ করা হয়। জাদু প্রদর্শণ করেন দামুড়হুদার কৃতি সন্তান দেশ বরেন্য যাদু শিল্পী মোহাম্মদ আলী ওরফে জুনিয়র মন্টু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও দামুড়হুদা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ।

কুষ্টিয়া দিশার আয়োজনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস

কুষ্টিয়া জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মশিউর রহমান বলেছেন,

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, নিরাপদ খাদ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে দিশা কর্তৃক আয়োজিত পোড়াদহ এরিয়া অফিসে র্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারণে দেহে ক্যান্সার, কিডনি রোগসহ নানারকম মরণব্যাধি বাসা বাঁধে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে।

দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের পরিচালক আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আনিসুর রহমান, দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রধান এমবাপ্পে, কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা শীতল হোসাইন, মৎস্য কর্মকর্তা আবদুল আলীম, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক প্রমুখ।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পরে সমিতির সদস্যদের মাঝে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এরআগে “নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি ” প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে পিঠা উৎসব ও বর্ণাঢ্য র্যালি

এসো মিলি প্রাণে প্রাণে পিঠাপুলি পার্বণে এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারো পিঠা উৎসব ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিঠা উৎসব উৎযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়।

বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ এর সভাপতিত্বে র্যালিতে ও পিঠা উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,পিঠা বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের অন্যতম এক ধারক ও বাহক। আদিকাল থেকেই অঞ্চল ও ঋতু ভেদে নানা রকম পিঠা তৈরি হয়ে আসছে। তবে নগরায়ণের প্রভাবে পিঠা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। নগর সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যাওয়া পিঠা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত ধরে রাখতে হবে।

এইদিন পিঠা উৎসব উদ্বোধনের পর স্টলগুলোতে ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা যায়। সবগুলো স্টলের সামনে পিঠাপ্রেমীদের উপস্থিতিতে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। তবে ক্রেতাদের অভিযোগ পিঠাগুলোর মান আর আগের মতো নেই। একসঙ্গে সব পিঠার দাম বৃদ্ধির অভিযোগ তোলেন তারা। তবে দোকানিদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার তৈল, আটা, ময়দা, গুড়, চিনি, সুজি সব পন্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে তাদের একটু বেশিদামে পিঠা বিক্রি করতে হচ্ছে। তবে, আকাশ্চুম্বী দাম নিচ্ছেন না বলে জানান তারা।

দোকানগুলোর দিকে তাকাতেই জিভে জল আসে হরেক রকম ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটিসাপটা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া, মালাই পিঠা, মুঠি পিঠা, আন্দশা, কুলশি, কাটা পিঠা, কলা পিঠা, খেজুরের পিঠা, ক্ষীর কুলি, গোকুল পিঠা, গোলাপ ফুল পিঠা, লবঙ্গ লতিকা, রসফুল পিঠা, সুন্দরী পাকান, সরভাজা, পুলি পিঠা, পাতা পিঠা, পাকান পিঠা, নারকেলের সেদ্ধ পুলি, নারকেল জিলাপি, তেজপাতা পিঠা, তেলের পিঠা, তেলপোয়া পিঠা, চাঁদ পাকান পিঠা, ছিট পিঠা, পানতোয়া, জামদানি পিঠা, হাঁড়ি

পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, ঝুরি পিঠা, ছাঁচ পিঠা, ছিটকা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ চিতই, বিবিখানা, চুটকি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, ঝিনুক পিঠা, সূর্যমুখী পিঠা, ফুল পিঠা, সেমাই পিঠা, নকশি পিঠা, নারকেল পিঠা, নারকেলের ভাজা পুলি, দুধরাজ, ফুলঝুরি পিঠাসহ বাহারি নকশাসহ প্রায় দুই শতাধিক পিঠা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ,সহযোগী অধ্যাপক মারুফা ইয়াছমিন, সহযোগী অধ্যাপক আজাদ জামান, সহকারী অধ্যাপক আজিম হোসেন সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ছাএ-ছাএীবৃন্দ।

জীবননগরে ফেন্সিডিলসহ আটক-১

জীবননগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেকের নিদেশে জীবননগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ নাহিরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জীবননগর পৌর সভার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ডাঙ্গাপাড়া ডেইরী ফার্মের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ দর্শনা থানার মোহাম্মদপুর গ্রামের মোঃ নুরুল ইসলামের ছেলে মোঃ আরিফুল ইসলামকে (২৮)আটক করে।

এ বিষয়ে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

জীবননগরে আলমসাধু পাওয়ার ট্রিলার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত -১

জীবননগরে আলমসাধু পাওয়ার ট্রিলার মুখোমুখি সংঘর্ষে ১জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর শিমুলতলা নামক স্থানে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ছানোয়ার হোসেন (৪৫) জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কালা গ্রামের মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নিহত ছানোয়ার জীবননগর থেকে পাওয়ার ট্রিলার যোগে গরু নিয়ে শিয়ালমারী যাচ্ছিলেন বিপরীত দিক থেকে আসা দুরত্ব গতির আলমসাধু মনোহরপুর শিমুলতলা নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইঞ্জিন চালিত পাওয়ার ট্রিলারকে ধাক্কা দেয়। ইঞ্জিন চালিত পাওয়ার ট্রিলারের উপর থাকা ছানোয়ার হোসেন সড়কের উপর ছিটকে পড়ে পাওয়ার ট্রিলারে চাকায় পিষ্ট হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হন।

এ সময় স্থানীয় জনগণ তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক বলেন,নিহত ছানোয়ার গরু বিক্রি করার জন্য পাওয়ার টিলারে করে গরু নিয়ে শিয়ালমারী বাজারে যাচ্ছিল এ সময় অসাবধনতার কারনে সে টিলারের উপর থেকে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয় ।

তবে এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রীর দাবীতে ব্যার্থ হওয়ায় নারীর বিষপান!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামে প্রবাস ফেরত এক ব্যাক্তির স্ত্রীর দাবীতে অনশন করে ব্যার্থ হওয়ায় বিষপান করে আত্নহত্যার চেষ্টা চালিছে বুলবুলি খাতুন (২৮) নামের এক নারী।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে স্ত্রীর হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে অভিমানে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বুলবুলি খাতুন গাংনীর আকুবপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের মেয়ে। বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীণ রয়েছে বুলবুলি খাতুন।

জানাগছে, গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের শহিদুল ইসলামের তিন ছেলে মহন আলী,সুমন আলী ও মামুন। বড় ছেলে মহন আলী কৃষক,ছোট ছেলে মামুন চা দোকানদার ও মেজ ছেলে সুমন কাতার প্রবাসী। কাতার থাকা অবস্থায় মোবাইলে ঝগড়ার সুবাদে সুমনের প্রথম স্ত্রী এক কণ্যা সন্তানের জননী শ্যামলী খাতুন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করে।

সুমনের ছোট ভাই মামুনের সাথে বুলবুলির ছোট বোন ফুলঝুরি খাতুনের(আপন খালাত ভাইবোন) সাথে বিয়ে হয়। সেই সুবাদে খালত ভাইবোন হিসেবে সুমন ও বুলবুলির সাথে কাতার থেকে মোবাইলে কথাবলাবলি হয় । এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেড় মাস আগে সুমন কাতার থেকে বাড়ি চলে আসলে বুলবুলি সুমনকে বিয়ের কথা বলে।

সুমন বিষয়টি এড়িয়ে গেলে গত বুধবার সকালে সুমনের বাড়িতে স্ত্রীর দাবী নিয়ে বসে বুলবুলি। পরে সুমনের পিতা শহিদুল ইসলাম তার ভাইরা ভাই বুলবুলির পিতা আব্দুর রহিমকে খবর দিলে আকুবপুর থেকে কয়েকজন ব্যাক্তি সুমনের বাড়ি হিন্দা গ্রামে আসেন।তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের স্থানীয় ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নাজমুল হক খোকন,সাবেক মেম্বার জেকের আলী,করমদির গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাবসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে গ্রাম্য সালিশ করেন।

গ্রাম্য সালিশের লোকজন বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি খাতুন বিয়ের কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হন। সেই সাথে সুমন বিয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেন । সুমনকে বিয়ে করতে বল্লেও সুমন তা প্রত্যাক্ষান করেন। এমন অভিমানে সালিশ থেকে চলে গিয়ে বিষপান

ওয়ার্ডেওর গন্যমান্য লোকজনকে নিয়ে সালিশে বসি। সেখানে বুলবুলির সাথে বিয়ের কাগজপত্র দেখতে চাইলে বুলবুলি তা দেখাতে পারেনি। এমনকি প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা তাও দেখায়নি। এদিকে সব বিষয় সুমন মেনে না নিলে তাকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আমরা বাড়ি চলে যায়। পরে শুনছি বুলবুলি বিষপান করেছে। একই কথা জানালেন করমদি গ্রামের ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব। তিনি বলেন, স্বামী হিসেবে যখন সে সমুনকে পাচ্ছেনা তখন একজন নারী হিসেবে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আদালতে না গিয়ে বিষপান করেছে এটিও খুব দুঃখ জনক। এসব কারনে সামাজিক আচার বিচার উঠে গেছে এবং সালিশ করতে গিয়ে জনপ্রতিনিধিরাও বিপদে পড়ছে তাই আমি উঠে এসেছি।

বুলবুলি খাতুনের মা হেলেনা খাতুন জানান, সৌদি থাকালীণ সময়ে সুমনের সাথে বছর তিনেক আগে মোবাইল ফোনে বুলবুলির বিয়ে হয়। এর মাস খানেক পর সুমন দেশে ফিরে আসলে বাওটের এক কাজীর বাড়িতে আবারো বিয়ের পিঁড়িতে বসে দুজন। স্বাভাবিক ভাবে দুজন ঘর সংসার করতে থাকে। বিয়ের দুমাস পর সুমন আবারো বিদেশে চলে যায়। এখন আমার মেয়েকে অস্বীকার করছে সুমন। এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করেন তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, তিনি ঘটনাটি জানার জন্য পুলিশ পাঠিয়েছেন। এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি কলেজ মিলনায়তনে এ ওরিয়েন্টেশন ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কমিটির আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ

প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তবে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহা: কাবিল উদ্দিন, রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন ধুমকেতু।